দৈনিক ইনকিলাব
5 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

077

গাইবান্ধা সরকারী কলেজ

গাইবান্ধা সরকারী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৮০ সালে সরকারী কলেজে উন্নীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারীকরণের ৬ (ছয়) বছর পরেও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। কলেজের দু'তলা ভবনে ফাটল ধরেছে। যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

এই কলেজের প্রধান এবং প্রথম সমস্যা হল অনার্স কোর্স নিয়ে। অর্থনৈতিক সংকটের দরুন বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং কলেজে অনার্স কোর্স খোলার ব্যবস্থা করলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সমাগম হবে এবং শিক্ষার প্রসার ঘটবে।

চাহিদার তুলনায় এই কলেজে অতি নগন্য সংখ্যক শিক্ষক থাকায় শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। অর্থনীতি বিভাগে মাত্র দু'জন শিক্ষক। প্রাণীবিদ্যা বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষক। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের একজন শিক্ষকের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বহু আবেদন নিবেদন জানানো সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। মাত্র আট কক্ষ বিশিষ্ট হোস্টেলে ৩২ জন ছাত্র থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রীদের কোন হোস্টেল নেই। গাইবান্ধা সরকারি কলেজের সমস্যার শেষ নেই। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

আমরা সমস্যগুলো অতি দ্রুত সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি কামনা করছি।

ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে
— মোঃ জাহিদুল হক (লিটন)
বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস
ভি, এইড, রোড
গাইবান্ধা

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলী

হবিগঞ্জ তথা বৃহত্তর সিলেট জেলার সিংহদ্বার মাধবপুর উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলীর নামে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা যায়, মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর বাংলাদেশ ঢাকা স্মারক নং ও, এম, বিদ্যা/৮৬/৮৭২/৪৬৪ প্রাই (পঃ) তাং ১৫/২/৮৬ইং-এর নির্দেশক্রমে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হবিগঞ্জ নং ১৩৫০/৮ তারিখ ২৯/৫/৮৬ইং স্মারকে প্রত্যেক উপজেলা শিক্ষা কমিটিকে শিক্ষক-শিক্ষিকা বদলীর নির্দেশ দেন। মাধবপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির ৬/৭/৮৬ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০ জন প্রধান শিক্ষক ও ২৩ জন সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বদলী করেন। এক তথ্যে জানা গেছে, উপজেলা চেয়ারম্যান অধিকাংশ নিরীহ ও সহজ সরল আদর্শবান শিক্ষকদের অসুবিধাজনক স্থানে বদলী করে হয়রানি করছেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির এহেন নির্দেশের ফলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকরা এ নির্মম আদেশ বাতিলের দাবিতে গত ১৪ জুলাই উপজেলা শিক্ষা অফিসারের শরণাপন্ন হন। যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলী করা হয়েছে তাদের বদলী সরকারী চাকরি বিধিমালা বহির্ভূত। কারণ এমন শিক্ষকও রয়েছেন যারা দীর্ঘ ১৫-২০ বছর যাবৎ একই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু তাদের বদলী করা হয়নি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এলাকাবাসীর জিজ্ঞাস্য এসব শিক্ষকদের বদলী না করার রহস্যটা কি? তবে কি এ হতভাগ্য ৩৩ জন প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে? সরকারী আইন সকলের জন্য সমভাবে প্রজোয্য হয়ে থাকলে মাধবপুরে এর ব্যতিক্রম কি আইনের চোখে দোষণীয় নয়? অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে মাধবপুরে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

— শেখ সফিকুর রহমান মনি
মনতলা, সিলেট

দক্ষিণ চট্টগ্রামে কলেজ ও স্কুলের অবস্থা

চন্দনাইশ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ীয়া সরকারী কলেজটি হাজারো সমস্যার সম্মুখীন। এ সব সমস্যা বর্তমানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলের জন্যে পর্বতপ্রমাণ হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬৯ সালে এ কলেজটি স্থাপিত হয়। বিগত ১৯৮১ সালে কলেজটি সরকারীকরণ করা হয়। এতে অভিভাবকরা স্বভাবতই আশা করেছিলেন, সব সমস্যার সমাধান হবে। অথচ আজ পর্যন্ত কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। পূর্বের অবহেলিত কলেজটি অবহেলিতই রয়ে গেছে। এ সব সমস্যার মধ্যে শিক্ষক স্বল্পতা, ছাত্রাবাস সমস্যা, বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরীর সরঞ্জামের অভাব, ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যাই প্রকট।

এ সব সমস্যার ফলে ঐতিহ্যবাহী কলেজ তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

—আবু ছাদেক মুহাম্মদ মহসিন
দোহাজারী, চন্দনাইশ
চট্টগ্রাম।

দুই

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ৭টি উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ, পটিয়া, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া ও বাঁশখালী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে এবং বিদ্যালয় ভবনের জীর্ণদশা দেখা দিয়েছে।

এতে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া, এলাকার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে দরজা-জানালা ভেঙ্গে গেছে। এতে স্থানীয় লোকজন বিদ্যালয়গুলোকে গরু-ছাগলের খোয়াড় হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সংকটের মধ্যে ক্লাস করতে হচ্ছে। উপজেলা সদরে অবস্থিত গুটিকয়েক বিদ্যালয় ছাড়া গ্রামাঞ্চলের সব পাকা বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে সরকারের বিনামূল্যে দেওয়া প্রাইমারীর বই উপজেলায় আসা মাত্রই বেহাত হয়ে যায়।

— মুহাম্মদ শামসুল আলম
গাছবাড়ীয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম